২০৪

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 06 DEC 1997 ...
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

সামনে এসএসসি পরীক্ষা

স্কুলে স্কুলে নানা অজুহাতে চলিবে অর্থ আদায়

রেজানুর রহমান ॥ কাগজপত্রে কোন উল্লেখ থাকে না। তবুও ফি দিতে হয়। এসএসসি পরীক্ষার পূর্বে ফরম পূরণের সময় ঘনাইয়া আসিলেই দেখা দেয় এই বিড়ম্বনা। যে স্কুল যেমন পারে তেমনই অর্থ হাতাইয়া নেয় ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট হইতে। কোন কোন স্কুল ফি নেয় কোচিং ক্লাসের কথা বলিয়া। আবার কোন কোন স্কুল কারণ না দেখাইয়াই অর্থ আদায় করে। রসিদ বইয়ে 'বিবিধ' কথা লিখিয়াও বিরাট অংকের টাকা আদায় করা হয়। বছরের পর বছর ধরিয়া চলিতেছে এই শোষণ। অসহায় ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকবৃন্দ মুখ বুজিয়া সহ্য করিয়া যাইতেছেন। রাজধানীর টিকাটুলীর একটি স্কুলের জনৈক ছাত্রী অভিযোগ নিয়া আসিয়াছিল ইত্তেফাকে। তাহার হাতে স্কুলের একটি রসিদ। ছাত্রীটির মন্তব্য, "আমি স্কুল কর্তৃপক্ষের নিকট এসএসসি পরীক্ষার ফি বাবদ জমা দিয়াছি মোট দুই হাজার আশি টাকা। অথচ কর্তৃপক্ষ ১০৫০ টাকার রসিদ দিয়াছে। রসিদে বোর্ড ও কেন্দ্রের *(২য় পৃঃ দ্রঃ)*

সামনে এসএসসি পরীক্ষা
(শেষ পৃঃ পর)

জন্য ৫৫০ টাকা এবং স্কুল ও অন্যান্য বাবদ ৫০০ টাকা গ্রহণের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। অবশিষ্ট ১ হাজার ৩০ টাকার কোন রসিদ দেওয়া হয় নাই। স্কুল হইতে বলা হইয়াছে এই টাকার রসিদ দেওয়া যাইবে না। কারণ এই টাকা স্কুলের শিক্ষকদেরকে কোচিং ফি বাবদ ভাগ করিয়া দেওয়া হইবে।

খোঁজ নিয়া দেখা গিয়াছে, ইহা শুধু টিকাটুলীর উল্লেখিত স্কুলেই নয়, দেশের অধিকাংশ স্কুলের স্বাভাবিক চিত্র। এসএসসি পরীক্ষা ঘনাইয়া আসিলেই শুরু হয় নানা খাতে অর্থ গ্রহণের তোড়জোড়। যে স্কুল যেমন পারে। বেসরকারী স্কুলসমূহ যেন এই ব্যাপারে আগাইয়া আছে। অলিখিত এই নিয়মই এখন জরুরী হইয়া পড়িয়াছে।

শুধু পরীক্ষার ফি নয়, ভর্তির আবেদনপত্র বিক্রির ক্ষেত্রেও নাই কোন নির্দিষ্ট নিয়ম। কলেজে ভর্তির জন্য আবেদনপত্র কিনিতে হইলে মূল্য দিতে হইবে মাত্র ১০ টাকা। কিন্তু এই নিয়ম কোন কলেজেই মানা হয় না। স্কুল-কলেজের উন্নয়ন অথবা প্রসপেকটাস বিক্রির কথা বলিয়া স্কুল-কলেজে আবেদনপত্র বিক্রি হইতেছে চড়া মূল্যে- ৫০ হইতে ১০০ টাকা। কাহারই যেন কিছুই বলিবার নাই।

অভিজ্ঞ মহলের মতে, বোর্ডের পরীক্ষার ফি ও ভর্তির আবেদনপত্র বিক্রির ক্ষেত্রে অর্থের পরিমাণ আবার নির্ধারণ করিয়া দেওয়া প্রয়োজন। ইহার ফলে অভিভাবক ও ছাত্র-ছাত্রীদের মানসিক দুশ্চিন্তার কিছুটা হইলেও লাঘব হইবে।